দিয়েছে নম্রতা, দৃঢ়তা

প্রশ্ন ১.১২ *'আপনাদের কাছে এই ভিক্ষা যে, আমাকে শুধু এই আশ্বাস দিন'* — কাদের কাছে বক্তা *'ভিক্ষা'* চান? তিনি কী আশ্বাস প্রত্যাশা করেন? ১ + ৩ = ৪

(পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নমুনা প্রশ্ন, ২০১৭)

উত্তর প্রখ্যাত নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রচিত 'সিরাজদ্দৌলা' নাটক থেকে গৃহীত উক্তিটির বক্তা বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজের। তিনি তাঁর সভাসদ জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, দুর্লভ রায়, মীরজাফর প্রমুখর কাছে ক্ষমা চান।

- নবাবের সভাসদ জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, দুর্লভ রায়, মীরজাফর প্রমুখ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাঁকে বাংলা মসনদ থেকে উৎখাত করতে চাইছিলেন। এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় মীরজাফরকে লেখা

ওয়াটসের একটি চিঠি যখন নবাবের হাতে আসে। তবুও নবাব তাঁদের শাস্তি বিধান না করে সৌহার্দ্যের ডাক দেন। নবাবের অকপট স্বীকারোক্তি। মীরজাফরদের চক্রান্ত যেমন অন্যায়, তেমন তাঁর নিজের বিরুদ্ধেও নানা অভিযোগ আছে। নবাব বুঝেছিলেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে দেশীয় শক্তিকে একত্রিভূত করতে গেলে মীরজাফরদের সহায়তা প্রয়োজন। আর এজন্যই বাংলাকে ইংরেজদের হাত থেকে বাঁচাতে সিরাজ তাঁর সভাসদদের কাছ সৌহার্দ্য ও সহযোগিতার আশ্বাস চেয়েছেন। তাঁর অনুরোধ তাঁরা যেন এই দুর্দিনে তাঁকে ছেড়ে না যান। বহিঃশত্রুকে পর্যুদস্ত করতে সিরাজ মতপার্থক্য, ন্যায়-অন্যায় ভুলে সকলের মধ্যে আন্তরিক বন্ধুত্ব ও সহৃদয়তার বীজ বপন করতে চেয়েছেন।

প্রশ্ন ১.১৮ 'সিরাজদ্দৌলা' নাট্যাংশ অবলম্বনে সিরাজদ্দৌলার চরিত্রটি বিশ্লেষণ করো। (মাধ্যমিক, ২০২৭) ৪

উত্তর বিংশ শতাব্দীতে নাট্যকাররা ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বকে মুক্তি-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক রূপে ভেবে নাটক রচনায় ব্রতী হন। শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকের সিরাজ সেরকমই এক ব্যক্তিত্ব। তাঁর চরিত্রের যে গুণগুলি সহজেই আমাদের আকর্ষণ করে, সেগুলি হল—

➤ **দেশাত্মবোধ :** সিরাজ তাঁর নিজের বিরুদ্ধে যাবতীয় ষড়যন্ত্রকে কখনোই ব্যক্তিগত আলোকে দেখেননি। বরং বাংলার বিপর্যয়ের দুশ্চিন্তাই তাঁর কাছে প্রধান হয়ে ওঠে। বাংলাকে বিদেশি শক্তির হাত থেকে বাঁচাতে তিনি অধস্তনের কাছে ক্ষমা চাইতে বা শত্রুর সঙ্গে সন্ধিতেও পিছপা হন না।

➤ **সাম্প্রদায়িকতা-মুক্ত মানসিকতা :** সিরাজ বুঝেছিলেন বাংলা শুধু হিন্দুর নয়, বাংলা শুধু মুসলমানের নয়— হিন্দু-মুসলমানের মিলিত প্রতিরোধই পারে বাংলাকে ব্রিটিশদের আগ্রাসন থেকে রক্ষা করতে। সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত এই জাতীয়তাবোধ সত্যিই বিরল দৃষ্টান্ত।

➤ **আত্মসমালোচনা :** নবাব বুঝেছিলেন ষড়যন্ত্রীরা যেমন ভুল করেছে, তেমনি অনেক ত্রুটি আছে তাঁর নিজেরও। বাংলার বিপদের দিনে তাই তিনি নিজের ভুল স্বীকারে দ্বিধাগ্রস্ত হন না।

➤ **দুর্বল মানসিকতা :** সিরাজ তাঁর শত্রুদের চক্রান্ত বুঝতে পারলেও তাদের বিরুদ্ধে কোনো কড়া ব্যবস্থা নিতে পারেননি। তেমনই ঘসেটি বেগমের অভিযোগেরও তিনি প্রতিবাদ করতে পারেন না বরং নিজের দুর্বলতা নিজে মুখেই স্বীকার করে নেন, "পারি না শুধু আমি কঠোর নই বলে।"

সব মিলিয়ে লেখক সিরাজকে সফল ট্র্যাজিক নায়কের রূপ দিতে সক্ষম হয়েছেন।

প্রশ্ন ১.২৯ 'কিন্তু ভদ্রতার অযোগ্য তোমরা' — কাকে উদ্দেশ্য করে কথাটি বলা হয়েছে? এ কথা বলার কারণ কী?

(মাধ্যমিক, ২০১৭) ১ + ৩ = ৪

উত্তর শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'সিরাজদ্দৌলা' নাট্যাংশে নবাব সিরাজদ্দৌলা রাজদরবারে উপস্থিত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিনিধি ওয়াটসকে উদ্দেশ্য করে এ কথাটি বলেছেন।

সিরাজ বাংলার মসনদে বসার মাস দুয়েকের মধ্যেই; ইংরেজদের কাশিমবাজার কুঠি দখল করেন এবং কলকাতা থেকে তাদের বিতাড়িত করেন। কিন্তু রর্বাট ক্লাইভ মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় ফিরে পুনরায় তা দখলে আনেন। সে-সময় পরিস্থিতির চাপে সিরাজ; ইংরেজদের সঙ্গে আলিনগরের সন্ধির মাধ্যমে মীমাংসা করেন। কিন্তু স্বাধীনচেতা সিরাজকে সরানোর জন্য ইংরেজরা তলে তলে নানা রকম চক্রান্ত শুরু করে। মীরজাফর, রায়দুর্লভ, রাজবল্লভ ও জগৎশেঠদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নবাবকে উৎখাত করার নীল-নকশা রচিত হয়। এ সম্পর্কিত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিনিধির সঙ্গে মীরজাফরের ষড়যন্ত্রমূলক গোপন চিঠি নবাবের হস্তগত হয়। ইংরেজদের এই দুঃসাহস-স্পর্ধা ও অন্যায় আচরণে ক্রুদ্ধ হয়ে তাই সিরাজদ্দৌলা প্রশ্নোদ্ধৃত মন্তব্যটি করেছেন।